সূরা আল্ ইন্‌শিকাক-৮৪
(হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ-কাল ও প্রসঙ্গ

পূর্ববর্তী তিনটি সূরার মত এটিও প্রাথমিক কালের মক্কী সূরা। এ চারটি সূরাই বিষয়বস্তু, বাক্য-বিন্যাস ও প্রকাশ-ভঙ্গির দিক থেকে পরস্পরের অনুরূপ। নলডিকি ও মুইর মুসলিম পন্ডিতগণের সঙ্গে একমত যে সূরাটি নবুওয়তের প্রাথমিক পর্যায়ের। উল্লেখিত চারটি সূরার ধারায় শেষ সূরা এটাই। পূর্ববর্তী সূরার শেষ দিকে অবিশ্বাসীদেরকে দৃঢ়ভাবে সতর্ক করা হয়েছিল, তাদের শক্তি ও ক্ষমতা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি ভূলুণ্ঠিত হবে। এ সূরাতে বলা হয়েছে, ঈমান কুফরীর স্থানকে দখল করে নিবে এবং অতীতের বিশৃঙ্খলা ও অব্যবস্থার ধ্বংস-স্তুপের মধ্য থেকে গড়ে উঠবে একটি নতুন, জীবন-প্রবাহী, শক্তিশালী, গতিময় জীবন-ব্যবস্থা। সূরা 'আল্ ইনফিতার' এর বিষয়বস্তু, মধ্যবর্তী সূরা 'আল্ মুতাফ্‌ফেফীন' এর ভিতর দিয়ে এ সূরাতে এসে প্রবেশ করেছে। সূরা ইনফিতার আরম্ভ হয়েছে 'আকাশ-বিদারণ' এর কথা দিয়ে এবং এ সূরাটিও আরম্ভ হয়েছে ঠিক তেমনি ধরনেরই কথা দিয়ে। প্রভেদ মাত্র এতটুকুই, প্রথমোক্ত সূরার আকাশ-বিদীর্ণ এবং টুকরা টুকরা হওয়ার সাথে মিথ্যা খৃষ্টান মতবাদ সম্পর্কযুক্ত, আর এ সূরাতে আকাশ-বিদীর্ণ হওয়া বা ফেটে যাওয়ার সাথে আল্লাহ্‌র বাণী অবতরণ ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান-গরিমার নবদিগন্ত উন্মোচন ও প্রসারের সম্ভাবনাসমূহ সম্পর্কযুক্ত। এরূপে পূর্ববর্তী তিনটি সূরাসহ এ সূরাটি একটি সূরার মালায় গাঁথা হয়েছে, যা (শেষ যুগে) ইসলামের পুনরুত্থানের বিষয় ও তৎপূর্ববর্তী সময়ের পাপাচার ও অন্যায়ের বিষয়টি মানব-সমক্ষে তুলে ধরেছে। এ সূরা বিশেষভাবে ইসলামের পুনর্জাগরণের কথা বলছে এবং পূর্ববর্তী সূরাগুলো খৃষ্টানদের অশ্লীলতা ও দূর্নীতি সম্পর্কে আলোকপাত করছে।

سُوْرَةُ الْاِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ سِتٌّ وَّعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَّرُكُوْعٌ

সূরা আল্ ইন্‌শিকাক-৮৪

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ২৬ আয়াত এবং ১ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক.]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ②

২। [খ.]আকাশ যখন ফেটে যাবে[৩২৯৭]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ③

৩। এবং আপন প্রভুর প্রতি কান পেতে দিবে[৩২৯৮] এবং এটাই (তার জন্য) আবশ্যক করা হয়েছে।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ④

৪। আর [গ.]পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে[৩২৯৯]

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ⑤

৫। এবং যা-ই এতে রয়েছে তা সে বের করে দিবে ও খালি হয়ে যাবে[৩৩০০]

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ⑥

৬। এবং সে নিজ প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি কান পেতে দিবে আর এটাই (তার জন্য) আবশ্যকীয় করা হয়েছে।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ⑦

৭। হে মানুষ! নিশ্চয় তোমাকে তোমার প্রভু-প্রতিপালকের কাছে পৌঁছুতে কঠোর সাধনা করতে হবে। তবেই [খ.]তুমি তাঁর দেখা পাবে।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ⑧

৮। অতএব যাকে [ঙ.]তার কর্মলিপি তার ডান হাতে দেয়া হবে,

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ⑨

৯। তার কাছ থেকে অবশ্যই সহজ হিসাব গ্রহণ করা হবে।

দেখুন ঃ ক. ১ঃ১ খ. ৫৫ঃ৩৮; ৬৯ঃ১৭ গ. ৭৮ঃ৭ ঘ. ২ঃ২২৪; ১১ঃ৩০; ১৮ঃ১১১ ঙ. ১৭ঃ৭২; ৬৯ঃ২০।

৩২৯৭। আয়াতটি এমন একটি সময়ের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে যখন আকাশের দরজাগুলো খুলে দেয়া হবে এবং ইসলাম-বিস্তারের লক্ষ্যে বিপুল সংখ্যায় ঐশী নিদর্শন প্রদর্শিত হবে। লোকেরা তখন ঐশী হেদায়াতের প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করবে।

৩২৯৮। এক নব আদম এর জন্ম হবে, ফিরিশ্‌তাগণ তাঁর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ করতে তাঁকে সাহায্য করবে (৬৯ঃ১৮)। কারণ ফিরিশ্‌তাগণকে এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদন করার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

৩২৯৯। পৃথিবী এক নব-জীবন লাভ করবে এবং মানুষের পাপের মাত্রাধিক্য হেতু বিশ্ব যেভাবে ধ্বংসের মুখোমুখী হয়ে গিয়েছিল তা থেকে তা বেঁচে যাবে এবং বিশ্বের অধিবাসীদের আধ্যাত্মিক উন্নতির নতুন নতুন উপায়-উপকরণ সরবরাহ করা হবে। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে, কোন কোন গ্রহ-উপগ্রহ যেগুলোকে কেবল আকাশের সাথে সম্পৃক্ত বলে মনে করা হতো, সেগুলো পৃথিবীরই অংশ বলে পরিচিত হবে এবং মানুষ রকেটের সাহায্যে সেখানে পৌঁছুবারও চেষ্টা চালাবে। 'মুদ্দাত' শব্দটিতে এ সব অর্থই নিহিত আছে (লেইন)।

৩৩০০। পৃথিবী এর গুপ্ত ধন-সম্পদ এত বিপুল পরিমাণে বের করে দিবে, মনে হবে এ যেন নিজকে খালি করে দিচ্ছে।

وَّيَنْقَلِبُ اِلٰٓى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٠

১০। আর সে তার পরিবারপরিজনের কাছে উৎফুল্ল হয়ে ফিরবে।

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ۝١١

১১। কিন্তু যাকে ক.তার কর্মলিপি তার পিঠের পেছন দিক দিয়ে দেয়া হবে[৩৩০১],

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ۝١٢

১২। সে অবশ্যই (নিজের জন্য) ধ্বংসকে ডাকবে[৩৩০২]

وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ۝١٣

১৩। এবং জ্বলন্ত আগুনে ঢুকবে।

اِنَّهٗ كَانَ فِيْٓ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝١٤

১৪। নিশ্চয় সে (ইতোপূর্বে) তার পরিবারপরিজনের মাঝে খ.আনন্দফূর্তিতে মত্ত ছিল!

اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ۝١٥

১৫। নিশ্চয় সে ভেবেছিল তাকে কখনো পুনরুত্থিত করা হবে না।★

بَلٰٓى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ۝١٦

১৬। কেন হবে না! নিশ্চয় তার প্রভু-প্রতিপালক তার (সব বিষয়ের) প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখেন।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۝١٧

১৭। অতএব সাবধান! আমি সাঁঝের লাল আভাকে সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি।

وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ۝١٨

১৮। আর রাতকে এবং তাকেও যা এ ঢেকে ফেলে (সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি)

وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ۝١٩

১৯। এবং চাঁদকেও (সাক্ষীরূপে দাঁড় করাচ্ছি) যখন তা পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়[৩৩০৩]।

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ۝٢٠

২০। নিশ্চয়ই তোমরা ধাপে ধাপে উন্নতি করবে[৩৩০৪]★।

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝٢١

২১। সুতরাং গ.তাদের কী হয়েছে, তারা কেন ঈমান আনে না?[৩৩০৫]

দেখুন ঃ ক.৬৯ঃ২৬ খ ৮৩ঃ৩২ গ. ৪৩ঃ৮৯।

৩৩০১। যারা কুরআনকে পরিত্যক্ত বস্তুর মত পিঠের পেছনে ফেলে রেখেছিল (২৫ঃ৩১), তাদের কর্মলিপি তাদের পিছন দিক থেকে দেয়া হবে।

৩৩০২। মানুষ যখন মহাযন্ত্রণায় পড়ে তখন সে এরূপ কামনাও করে, মৃত্যু এসে তার সকল যন্ত্রণার অবসান ঘটালেই যেন ভাল হতো।

★['লাঁইয়াহূরা' অর্থাৎ পুনরুত্থিত করা। এ শব্দটির অর্থ হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহে:) মুফরাদাত ইমাম রাগিব থেকে নিয়েছেন। তাঁর উর্দূতে অনুবাদকৃত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য]

৩৩০৩। ১৭ থেকে ১৯ আয়াতে মুসলমানদের পতনের ও পুনর্জাগরণের ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। তাদের পুনর্জাগরণ সংঘটিত হবে মহানবী (সাঃ) এর এক মহান প্রতিনিধির মাধ্যমে অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহ্দীর (আঃ) এর মাধ্যমে, যিনি নিজে পূর্ণ-চন্দ্রের মতই গৌরবময় সূর্যের (মহানবী-সাঃ এর) উজ্জ্বল আলো ধারণপূর্বক তা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিবেন।

৩৩০৪। পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে যে সকল অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, মুসলমানদেরকে সে সব অবস্থার মধ্য দিয়ে অবশ্যই অতিক্রম করতে হবে।

★ চিহ্নিত টীকাটি এবং ৩৩০৫ টীকাটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

সিজদা-১৩

২২। আর তাদের কাছে যখন কুরআন পড়া হয় তখন তারা সিজদা করে না,

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ﴿٢١﴾

২৩। বরং যারা অস্বীকার করেছে তারা (কুরআনকে) ক.প্রত্যাখ্যান করে।

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿٢٢﴾

২৪। আর তারা যা জমা করছে আল্লাহ্ তা সবচেয়ে ভাল জানেন[৩৩০৬]।

وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ﴿٢٣﴾

২৫। খ.সুতরাং তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও।

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٤﴾

১ [২৬] ৯

২৬। গ.কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন প্রতিদান রয়েছে।

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٢٥﴾ ع ١ ٩

দেখুন ঃ ক. ৮৫ঃ২০ খ. ৯ঃ৩৪ গ. ১১ঃ১২; ৪১ঃ৯; ৯৫ঃ৭।

★(১৭-২০ আয়াত সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (রাহে:) কুরআন করীমের উর্দূ অনুবাদের টীকায় লিখেছেন, এস্থলে 'ফালা' শব্দটি কসম খাওয়া থেকে বিরত থাকার অর্থে ব্যবহার করা হয়নি, বরং প্রচলিত ধ্যাণধারণাকে অস্বীকার করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা গোধূলির কসম খেয়েছেন। এরপর রাত যখন গভীর হতে থাকে তখনো আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে আলো থেকে সম্পূর্ণভাবে বঞ্চিত রাখেন না। বরং সে সময় সূর্যের আলো প্রতিবিম্বাকারে ছড়ানোর জন্য চাঁদ উদিত করেন। আর চাঁদ এক নিমিষেই পূর্ণ আলোপ্রাপ্ত হয় না আর এক মুহূর্তে পূর্ণিমার চাঁদে পরিণত হয় না, বরং ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে উন্নতি লাভ করে। একইভাবে চৌদ্দ হিজরী শতাব্দীতে আগমণকারী মুজাদ্দিদগণের ধারাবাহিকতায় ধাপে ধাপে উন্নতি করে পূর্ণিমার চতুর্দশীর পূর্ণ চাঁদের মত প্রকাশিত হয়।)

৩৩০৫। কাফিরদের এত বুদ্ধি-বৈকল্য ঘটলো কী কারণে যে তারা ভবিষ্যদ্বাণীর দুটি অংশ পূর্ণ হতে স্বচক্ষে দেখেও ভবিষ্যদ্বাণীটির তৃতীয় অংশের পূর্ণতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করে ? তারা ইসলামের চরম অধঃপতন দেখলো, তারপর আধ্যাত্মিক রাত্রির অন্ধকারও দেখতে পেল, তথাপি এটা বিশ্বাস করে না যে একদা চতুর্দশীর পূর্ণ চন্দ্র এসে রাত্রির সেই কালো অন্ধকারকে দূর করে দিবে।

৩৩০৬। কাফিরদেরকে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে, তারা আল্লাহ্র প্রেরিত পুরুষের প্রতি মনে মনে যে শত্রুতা ও ঈর্ষা পোষণ করে তা আল্লাহ্ ভালরূপেই জানেন। আর তারা যে প্রেরিত পুরুষের সত্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাকে বানচাল করে তাঁর উদ্দেশ্যকে নস্যাৎ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে, এ কথাও আল্লাহ্ তাআলা পুরোপুরি জ্ঞাত আছেন।